বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নতি

কমনওয়েলথের মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এ দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ উপলক্ষে প্রথম আলোকে দেওয়া নিবন্ধে তিনি স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নতির প্রশংসা করেছেন।

প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড, *কমনওয়েলথের মহাসচিব*

প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমি বাংলাদেশের জনগণকে বৃহত্তর কমনওয়েলথ পরিবারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে শরিক হচ্ছি আমরা।

বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে, আমরা তার প্রত্যক্ষদর্শী। এই সময়ে স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় নেতৃত্বদান ও পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখা পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখিয়েছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ এশিয়ায় লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ যেভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাতে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত।

স্বাধীনতা লাভের পরের বছর ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথে যোগদানের পর থেকে বাংলাদেশ আমাদের কমনওয়েলথ পরিবারে একটি প্রতিশ্রুতিশীল ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে। সংযুক্তি ও বাণিজ্য থেকে শুরু করে নারীর অধিকার, ক্রীড়া, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ ও সমুদ্র শাসনের মতো বিস্তৃত খাতগুলোতে আমাদের ৫৪ সদস্যদেশের মধ্যে সহযোগিতায় বাংলাদেশের সরকার, জনগণ ও প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবভিত্তিক ও দূরদর্শী অবদান রাখছে।

সমসাময়িক ও উঠতি বৈশ্বিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের সমন্বিত উদ্যোগগুলোয় বাংলাদেশের জনগণ অনেক অবদান রেখেছে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ২০২১ সালে কমনওয়েলথ ইয়ং পারসন অব ইয়ার, বাংলাদেশি তরুণ ফয়সাল ইসলাম। এক হাজারের বেশি তরুণ প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে তিনি এই স্বীকৃতি পেয়েছেন। গ্রামীণ মানুষের জন্য জরুরি প্রয়োজনের সময় স্বল্পমূল্যে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার অসাধারণ প্রকল্প তাঁকে এই স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। কমনওয়েলথের সহযোগিতার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও ব্রত, আমাদের বিভিন্ন দেশ ও সমাজের দরিদ্র, দুর্বল ও ঝুঁকির মুখে থাকা মানুষের প্রতি সদয় হওয়া ও তাদের উন্নয়নে কাজ করা। ফয়সাল ইসলাম তাঁর কাজের মাধ্যমে এই ব্রত পূরণে সচেষ্ট ছিলেন।

বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে এ সপ্তাহের উদ্‌যাপনে যুক্ত হবেন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর নেতা ও প্রতিনিধিরাও। আমরা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলো যে একটি পরিবার—তার সত্যিকার প্রতিফলন এটা।

৫০ বছর ধরে এবং বিশেষত সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আমরা চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। কোভিড-১৯-এর কারণে বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাঘাত এবং ভ্রমণ ও জনসমাবেশে বিধিনিষেধ সত্ত্বেও আমি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণ একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রাণবন্ত ও স্থিতিশীল জাতি হিসেবে তাদের অর্জন ৫০তম স্বাধীনতা দিবস ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্‌যাপন করবেন।